চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

চসিক সিবিএ'র মতবিনিময় সভায় মেয়র

কাউকে ন্যায্য অধিকার ও হক বঞ্চিত করা হবেনা

চট্টগ্রাম-১০মার্চ -২০২১খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী চসিক সিবিএ শ্রমিক/কর্মচারী লীগের উত্থাপিত দাবি- দাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, যৌক্তিক ন্যায্যতা বিবেচনা করে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সক্ষমতা সাপেক্ষে দাবি পূরণের প্রচেষ্টা চলমান থাকবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মরত কাউকে অধিকার ও হক বঞ্চিত করতে চাইনা এবং অহেতুক অবাঞ্চিত হয়রানি করতেও রাজি নই। তিনি শ্রমিক কর্মচারীদের উদ্দ্যেশ্যে বলেন, সততা-নিষ্ঠা-একাগ্রতা ও দায়িত্বশীলতা যে কোন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ায় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি বিদ্যমান রাখে। তিনি আজ বুধবার বিকেলে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে চসিক দপ্তরে সিবিএর নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় একথাগুলো বলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা -কর্মচারী ও সেবকদের প্রতিমাসের বেতন হতে কর্তনকৃত ফাণ্ডের টাকা যথাযথ হিসাবে নিশ্চিতকরণে আমি সচেষ্ট থাকব এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার কোন ভাবেই ভাঙ্গা যাবে না এবং এজন্য আলাদা খাত সৃষ্টি করতে নির্দেশনা দিয়েছি। তিনি অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী -চালক -শ্রমিক সেবকদের অবসর গ্রহণের দিন থেকে পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে সমুদয় পরিশোধ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকব এবং এই বিষয়ে অহেতুক কালক্ষেপণ না করে পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানান। ১৯৮৮ সালের অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী সকল শূন্য পদের বিপরীতে অস্থায়ী ভাবে কর্মরতদের জ্যেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণ এবং এই বিষয়ে যে সরকারি নির্দেশনা আছে তা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া গ্রহণের পদক্ষেপন নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বলেন তবে এই বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিবিএ'র সাথে বসে একটি প্রতিবেদন তৈরী করা হলে আমি ব্যবস্থা নেব । অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত ৮০ জন শ্রমিক কর্মচারীদের বয়স ৫৯ পুর্ন হওয়ায় তাদের বাধ্যতামুলক অবসরে যাওয়ার অপচেষ্টা চলছে বলে সিবিএর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলেন, যারা দক্ষ ও শারিরীকভাবে কর্মক্ষম তাদেরকে রেখে যাদের শারিরীক সক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা নেই তারেদরকে এককালীন সম্মানী ভাতা দিয়ে অবসরে যেতে দেয়া যায়। অর্থমন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। তিনি কর্মরত অবস্থায় চসিকের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যু হলে তাদের পৌষ্যদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান দেয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া হরিজন সম্প্রদায়ের সন্তানদেরও সিটি কর্পোরেশনে যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের আশ্বাস দেন। তিনি সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত চিকিৎসাকেন্দ্র গুলোতে শ্রমিক কর্মচারী চালক সেবক এর পরিবারের সদস্যদের বিনামুল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাননে শ্রমিক কর্মচারী ও সেবকদের শিক্ষিত সন্তানদেরকে বিনা বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শ্রমিক ও কর্মচারী লীগ(সিবিএ)র সভাপতি ফরিদ আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো মুজিবুর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি জাহিদুল আলম, মুহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী, রুপন কান্তি দাশ, যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব কুমার চৌধুরী, রতন দত্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল মাসুদ, সহ ক্রীড়া সম্পাদক কল্লোল দাশ, দিলীপ দাশ, মহিলা সম্পাদক নমিতা বিশ্বাস, অর্থ-সম্পাদক তারেক সুলতান,প্রচার সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী, সহ প্রচার সম্পাদক রতন চৌধুরী, খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল, ওয়াহিদুল আলম সোহেল বাবুল কান্তি সেন গাজী মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শেখ শহিদুল আলম, পুলক কান্তি দে ফরিদ আহমদ, কৃষ্ণা দাশ, মোহাম্মদ এলান মুন্সি,মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ প্রমুখ।

নগরীর দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়ন
একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা : চসিক মেয়র

চট্টগ্রাম-১০মার্চ -২০২১খ্রি.

স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিচালিত ইউএনডিপি ও এফসিডিও এর সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন নগরীর ২৪ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অবহিত করণে এক সভা আজ বুধবার বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের টাইগারপাস অফিসের কনফারেন্স হলে চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নগরীর দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। এটা সঠিকভাবে প্রয়োগ ও পালন করা গেলে নগরীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পবিবর্তনে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হবে। এতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল ও প্রধান কার্যাবলীর অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন টাউন ম্যানেজার মো. সারোয়ার হোসেন খান। তিনি প্রকল্পের সার্বিক বিষয় মেয়রকে অবহিত করেন। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যবসা অনুদান দেয়া হয় মোট ৭৯৪১ জনকে ৭ কোটি ০৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, কার্যক্রমের আওতায় কর্মমুখী শিক্ষা/শিক্ষানবিশ অনুদান দেয়া হয় মোট ২৩১০ জনকে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, স্কুলগামী ছেলে মেয়েদের ঝরে পড়া থেকে রক্ষা করা ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয় মোট ৬৮৭১ জনকে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, ২০১৯ সালে নিউট্রিশন অনুদান মোট ১৬৭৪.০০ জনকে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নে জলবায়ু আক্রান্ত ঝুকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরন, ২০২০ সালে প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পরিকল্পনা রয়েছে, স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন ৫৭১ টি মোট ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, ফুতপাট নির্মাণ ৫ কিলোমিটার মোট ৭৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, ডিপটিউবওয়েল ৩১ টি মোট ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, ড্রেন ২ কিলোমিটার মোট ৩৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, সিড়ি মিটার ২ টি মোট ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, কমিউনিটি লেট্রিন ১৪ টি মোট ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, বাথরুম ১৯ টি মোট ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, ডাষ্টবিন ১ টি, গাইড ওয়াল ১ টি মোট ৩১ হাজার টাকা, ড্রেইন স্লেব ১ কিলোমিটার মোট ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নগর পরিকল্পনাবিদ আব্দুল্লাহ আল ওমর, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মঈনুল হোসেন আলী চৌধুরী জয় প্রমূখ।

নিবেদক

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩